ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দ:
অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

জুলিয়েট রোজেটি

১২ আগস্ট ২০২০

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সংসদে আইন প্রণয়ন করা, নিজ নিজ এলাকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সংসদ সদস্যদের সাংবিধানিক দায়িত্ব
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও সুযোগ তৈরি হয়েছে [জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সালে সংশোধিত)]
- স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক বিদ্যমান
- নির্বাচনী এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা দেখা যায় - সাধারণ মানুষের কাছে প্রত্যাশা তৈরি হয় যে তারা নির্বাচিত হয়ে এলাকার রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি নির্মাণ করার ব্যবস্থা করবেন (টিআইবি ২০১২)
- অন্যদিকে, জনগণ সংসদ সদস্যদেরকে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের ভূমিকায় দেখতে চায় কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের হস্তক্ষেপ চায় না (টিআইবি ২০০৮)

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ...

- ২০০৫-০৬ অর্থবছরে সরকার ও বিরোধী উভয় দলের সংসদ সদস্যদের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রতি সদস্যের অনুকূলে দুই কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন
- পরবর্তী সময়ে এই থোক বরাদ্দ প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (একনেক) নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদিত; ক্রমান্বয়ে আসনপ্রতি বরাদ্দ বৃদ্ধি; সংরক্ষিত আসনের ৫০ জন নারী সদস্য এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত নন
- সংসদীয় আসন প্রতি থোক বরাদ্দের আওতাভুক্ত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য -
  - গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন
  - কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান
  - কৃষি-অকৃষি পণ্যের বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি
  - গ্রামীণ কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করা

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ...

‘অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প’ পরিচিতি

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	অনুমোদনের তারিখ	আসনের সংখ্যা	আসন প্রতি বরাদ্দ
‘অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইআরআইডিপি এক)’	মার্চ ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৪	মার্চ ২০১০	৩০০টি	৩ কোটি
‘অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইআরআইডিপি দুই)’	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৯	জুলাই ২০১৫	২৮৪টি (সিটি কর্পোরেশন এলাকা সংশ্লিষ্ট ১৬টি আসন ছাড়া)	৫ কোটি
‘অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইআরআইডিপি তিন)’	জুলাই ২০২০- জুন ২০২৪	জুন ২০২০	২৮০টি (সিটি কর্পোরেশন এলাকা সংশ্লিষ্ট ২০টি আসন ছাড়া)	৫ কোটি

- আইআরআইডিপি’র সবগুলো প্রকল্পের প্রস্তাবনায় গ্রামীণ সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ এবং গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন সম্পর্কিত স্কিম অন্তর্ভুক্ত
- **এই প্রকল্পের অন্যান্য লক্ষ্যের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কোনো ধরনের স্কিম প্রকল্প প্রস্তাবনায় নেই**

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ...

- সংসদীয় আসনভিত্তিক বরাদ্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত
- বিশেষজ্ঞদের মতে এ ধরনের প্রকল্পে কিছু বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সুযোগ বিদ্যমান -
  - ✓ স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রতিশ্রুতিকে নির্বাচনী ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার
  - ✓ রাজনৈতিক বিবেচনায় সংসদ সদস্যদের ইচ্ছানুযায়ী এই প্রকল্পের স্কিমের তালকাভুক্তি
  - ✓ স্কিমসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই, এবং কারিগরি ও আর্থিক বিশ্লেষণের অনুপস্থিতি
  - ✓ বাস্তবায়নের সময় অর্থ অপচয়ের ঝুঁকি ও স্কিমের স্থায়িত্বশীলতা
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়, এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) উভয় প্রকল্পের কিছু স্কিমের ওপর সরেজমিন পর্যবেক্ষণে বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও অনিয়মের তথ্য উপস্থাপিত; কিন্তু ২০১০-২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের ঘাটতি
- জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন আচরণ ও কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে টিআইবি'র নিয়মিত গবেষণার ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের ওপর বর্তমান গবেষণা সম্পন্ন

গবেষণার প্রশ্ন

- সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দ প্রকল্পের কী ধরনের নীতিমালা ও কৌশল এবং পদ্ধতিগত কাঠামো বিদ্যমান?
- এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কিমগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রক্রিয়ায় সাধারণ জনগণের কী ধরনের অংশগ্রহণ ছিল?
- এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত স্কিম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ছিল?
- এ সকল স্কিম বাস্তবায়নে কোনো দুর্নীতি সংগঠিত হয়েছে কি? হলে কী ধরনের? এসব দুর্নীতি প্রতিরোধে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?
- প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত স্কিমগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে কি?
- স্কিমগুলোর কাজ কি সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে? কাজের মান কেমন ছিল? বাস্তবায়িত স্কিমগুলো বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে?

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের স্কিমসমূহের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য -

- এই প্রকল্পের আইনি ও পদ্ধতিগত কাঠামো পর্যালোচনা করা
- স্কিম পরিকল্পনায় এলাকার চাহিদা নিরূপণ ও স্কিমের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ পর্যলোচনা করা
- স্কিমসমূহের বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা ও বিভিন্ন ধাপে চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা
- স্কিম বাস্তবায়নে দুর্নীতি হয়েছে কি না এবং হলে তার ধরন ও মাত্রা এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা
- গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে এই প্রকল্পের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা

সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়

নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনি সক্ষমতা	▪ প্রকল্প সম্পর্কিত আইন, নীতিমালা, কৌশল ও কাঠামো
স্বচ্ছতা	▪ স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের তথ্য এবং আর্থিক হিসাবের উন্মুক্ততা ▪ স্কিম বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা
জবাবদিহিতা	▪ স্কিমের কাজের মান পরিবীক্ষণ ▪ স্কিম-সংশ্লিষ্ট অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি পদ্ধতি ▪ প্রকল্পের সার্বিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
অংশগ্রহণ	▪ স্কিম তালিকাভুক্তিকরণে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের চাহিদা ও মতামত গ্রহণ ▪ স্কিমসমূহের উপযোগিতা যাচাইয়ে জনমতামতের প্রতিফলন
দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ	▪ স্কিম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা ▪ দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা

গবেষণা পদ্ধতি

এটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা; পরিমাণবাচক এবং গুণবাচক উভয় ধরনের তথ্য সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যদাতা/ উৎস	টুল
প্রত্যক্ষ তথ্য	নমুনায়িত আসন ও এলাকার সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত স্কিমের পর্যবেক্ষণ	আইআরআইডিপি - ১ এর **৪৬৪টি স্কিম** এবং আইআরআইডিপি - ২ এর **১৬৪টি স্কিম; মোট ৬২৮টি স্কিম** পর্যবেক্ষণ	চেকলিস্ট
	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (মোট ৩৪১টি)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ঠিকাদার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ, সংসদ সদস্য, সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির সভাপতি/সদস্য, গণমাধ্যম কর্মী	চেকলিস্ট
	দলীয় আলোচনা (মোট ১৮০টি)	স্কিম সংশ্লিষ্ট এলাকার উপকারভোগী জনগণ (কৃষক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, অন্যান্য পেশাজীবী)	চেকলিস্ট
	সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন স্কিম সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যের আবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন)	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	চেকলিস্ট
পরোক্ষ তথ্য	তথ্য পর্যালোচনা	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি/প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন	-

গবেষণা পদ্ধতি ...

স্কিম নির্বাচন পদ্ধতি:

- **পদ্ধতিগত স্তরভিত্তিক দৈবচয়ন** ব্যবহার করে সার্বিকভাবে নমুনায়ন
- সংসদীয় ৩০০টি আসন থেকে পদ্ধতিগত নমুনায়নের ভিত্তিতে সরকারি ও বিরোধী দলের মোট ৫০টি আসন নির্বাচন; নমুনায়িত আসনের একাধিক উপজেলা থেকে লটারির মাধ্যমে একটি উপজেলা নির্বাচন
- নির্বাচিত প্রতিটি উপজেলায় বাস্তবায়িত স্কিমের তালিকা থেকে আইআরআইডিপি- ১ এর ১০টি ও আইআরআইডিপি- ২ এর ৩টি করে স্কিম দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন
- আইআরআইডিপি-১ থেকে **৫০০টি** এবং আইআরআইডিপি-২ থেকে **১৫০টি**, অর্থাৎ মোট **৬৫০টি স্কিমের** ওপর তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা
- আইআরআইডিপি-১-এর ৩১টি স্কিম নথিতে যে উপজেলার আওতায় রয়েছে মাঠ পর্যায়ে সেগুলো অন্য উপজেলার আওতাভুক্ত থাকায় এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য ৫টি স্কিম পর্যবেক্ষণ করা যায় নি, নমুনায়িত এলাকায় কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রেক্ষিতে আইআরআইডিপি-২ এ অতিরিক্ত ১৪টি স্কিম পর্যবেক্ষণ
- চূড়ান্তভাবে মোট **৬২৮টি** (আইআরআইডিপি-১ এ ৪৬৪টি ও আইআরআইডিপি-২ এ ১৬৪টি) স্কিম পর্যবেক্ষণ

গবেষণার সময়:

- ২০১৯ সালের মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ; ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণার সকল তথ্য ও ফলাফল গবেষণায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

গবেষণার ফলাফল

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্কিমসমূহের পরিচিতি

আইআরআইডিপি ১-এর নমুনা স্কিমসমূহের (৪৬৪টি) ধরন (শতকরা হার)

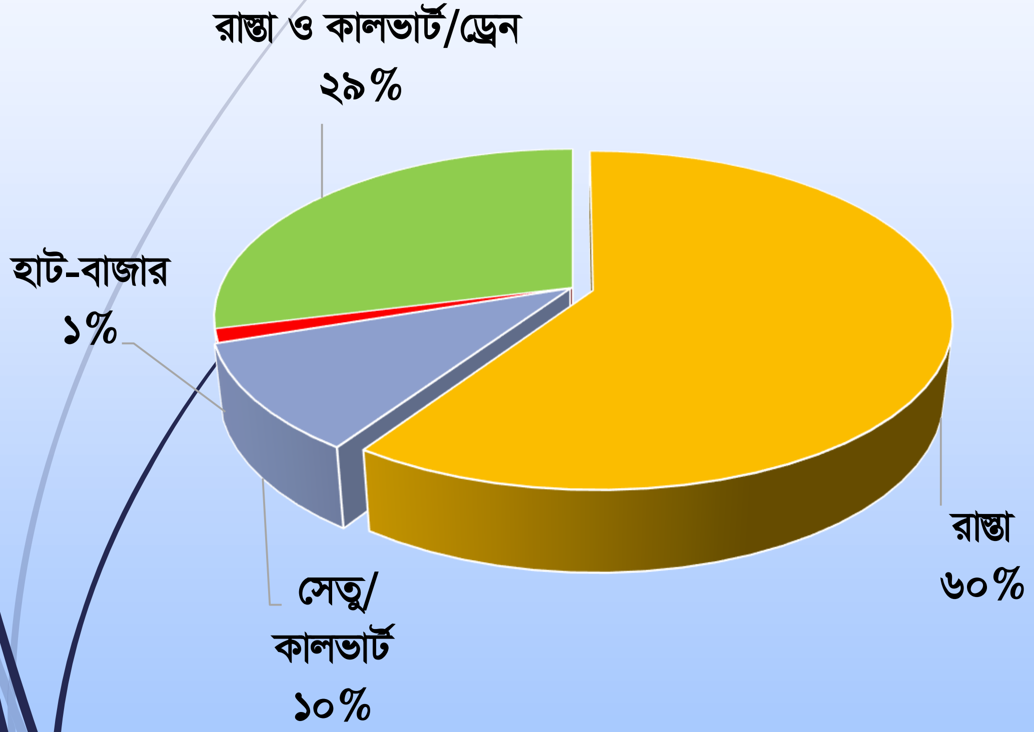

আইআরআইডিপি ২-এর নমুনা স্কিমসমূহের (১৬৪টি) ধরন (শতকরা হার)

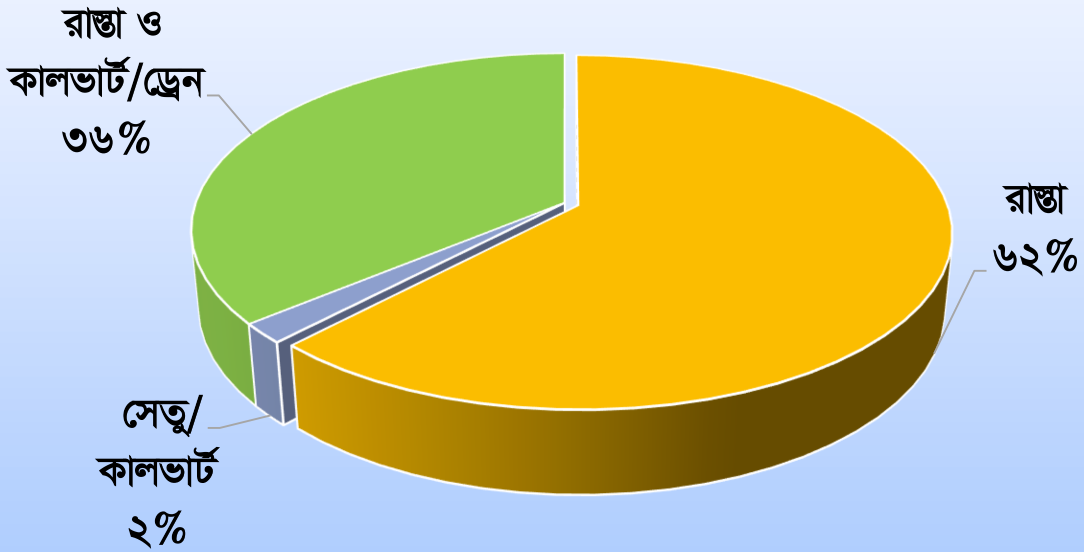

- আইআরআইডিপি ২ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন থাকায় কাজ সম্পন্ন হওয়া স্কিমের মধ্য থেকে নমুনা নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে; ফলে ধরন অনুযায়ী স্কিমের হারের ক্ষেত্রে আইআরআইডিপি ১ প্রকল্পের সাথে কিছুটা তারতম্য রয়েছে

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত স্কিমসমূহের পরিচিতি ...

স্কিম সম্পন্ন হওয়ার সময় বিশ্লেষণ

স্কিমের সংখ্যা	নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন (স্কিমের শতকরা হার)	অতিরিক্ত সময়ে সম্পন্ন (স্কিমের শতকরা হার)
সার্বিক (n = ৫৩৬)	৬৮	৩২

*৯২টি স্কিমের সংশ্লিষ্ট নথি পাওয়া যায় নি

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন না হওয়া স্কিমসমূহের মধ্যে আইআরআইডিপি ১ - এ ৭২.৩ শতাংশ ও আইআরআইডিপি ২- এ ৮৫.২ শতাংশ স্কিমে অতিরিক্ত এক বছর সময় লেগেছে

কাজ শেষ হতে দেরি হওয়ার কিছু কারণ:

- ✓ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে জমি না ছেড়ে কাজে বাধা দেওয়া
- ✓ দুর্গম এলাকায় নির্ধারিত সময়ে এলজিইডি প্রতিনিধির কাজ বুঝিয়ে দিতে দেরি হওয়া
- ✓ সামগ্রী ও যন্ত্র যেমন পাথর বা রোলার পেতে দেরি হওয়া
- ✓ বিল পেতে দেরি হওয়া
- ✓ নির্মাণ সামগ্রীর দাম হঠাৎ বৃদ্ধি ও পণ্য সংকট, সাইট থেকে পণ্য চুরি
- ✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

আইনি সক্ষমতা

আইনি সক্ষমতা	চ্যালেঞ্জ
• সকল উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের অভিন্ন নীতিমালা থাকলেও সংসদীয় আসনের থোক বরাদ্দ প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা নির্দেশিকা নেই	• স্কিম তালিকাভুক্তিকরণে জনঅংশগ্রহণ প্রক্রিয়া, এলাকা ও চাহিদা ভেদে বরাদ্দ বণ্টনের পূর্বশর্ত নির্ধারিত নেই • প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি
• নির্বাচনের পূর্বে সংসদ সদস্যদের আয়-ব্যয়, হালনাগাদ সম্পদ বিবরণীসহ আটটি তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার বিধান (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, ধারা ৪৪কক)	• নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সংসদ সদস্যদের আয়-ব্যয়ের পরিবর্তন সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য জানানোর ব্যবস্থা নেই • তাদের কর্মকাণ্ড, সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি না থাকায় জনপ্রতিনিধির জবাবদিহির ঘাটতি

আইনি সক্ষমতা ...

আইনি সক্ষমতা	চ্যালেঞ্জ
• স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের মতামত প্রদানের ক্ষমতা ও সুযোগ [জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ ও উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সনে সংশোধিত)]	• রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগের প্রসার এবং স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ব্যাহত
• সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে টেন্ডার প্রক্রিয়া ও স্কিম বাস্তবায়ন	• বাস্তবে অকার্যকর তদারকি ব্যবস্থার কারণে মাঠ পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি
• স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নীতি কাঠামোতে পেশাজীবী ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংগঠন ছাড়া এলাকার সাধারণ নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব - নগর সমন্বয় কমিটিতে প্রায় ২৯% এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটিতে প্রায় ১৪%	• সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় এলাকার সাধারণ জনগণের মতামতের প্রতিফলনের ঘাটতি

স্বচ্ছতা

তথ্যের উন্মুক্ততা:

- কম বাজেটের বরাদ্দে স্কিম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বোর্ডের জন্য কোনো পৃথক খাত না থাকার অজুহাতে ঠিকাদাররা তথ্য বোর্ড টানান না
- নমুনায়িত স্কিমসমূহের কাজ চলাকালীন সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনো তথ্য বোর্ড পাওয়া যায় নি
- প্রকল্পের তথ্য-সংবলিত (নীতিমালা ও নির্দেশিকা, প্রকল্পের সাধারণ তথ্য, বাস্তবায়নের অগ্রগতি, আর্থিক হিসাব, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্যবেক্ষণ) কোনো ওয়েবসাইট বা প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফরম নেই

কার্যাদেশ বাস্তবায়ন:

- কোনো কোনো এলাকায় বছরে ২০-২৫% কাজ অবৈধভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট (বিক্রি) দেওয়া হলেও এর তথ্য গোপন করা হয় (প্রাতিষ্ঠানিক নথিতে সাব-কন্ট্রাক্টের কোনো প্রমাণ রাখা হয় না)

জবাবদিহিতা: তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- সার্বিকভাবে ৭৬.২ শতাংশ স্কিমে কাজ চলাকালীন তদারকি হয়েছে

কাজ চলাকালীন স্কিম তদারককারীর ধরন (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)

তদারককারী	স্কিমের হার (%)
এলজিইডি প্রকৌশলী	৭০.০
কার্য-সহকারী	১৭.১
ইউপি/উপজেলা/পৌর চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ওয়ার্ড কমিশনার	১৩.১
পরিচয় জানা যায় নি	১২.০

- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কার্য-সহকারী কর্তৃক তদারকিকালে ওয়ার্ক অর্ডার বইয়ে কাজ সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, যা পরবর্তীতে ফলো-আপ এবং কাজ শেষে বইটি এলজিইডি কার্যালয়ে সংরক্ষণের জন্য জমা প্রদান
- কাজ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষণে কাজের মান সন্তোষজনক দেখানো হলেও মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের সাথে লিখিত পর্যবেক্ষণের অসামঞ্জস্য
- স্কিমের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ না করা, কোনো কোনো স্কিমের কোনো কাজই না করা, বা এক বছর পর কাজ শেষ না করেও জামানতের টাকা উত্তোলন করার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রদান

জবাবদিহিতা: তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ...

প্রতিবেদনে ‘কাজের মান সন্তোষজনক’ উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত অবস্থা (স্কিমের শতকরা হার)

স্কিমের প্রকৃত অবস্থা	কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ ‘কাজের মান সন্তোষজনক’	জামানত প্রাপ্তির অনুমোদন প্রতিবেদনে উল্লেখ ‘কাজের মান সন্তোষজনক’
সম্পূর্ণ কাজ হয়েছে	৭৪.০	৭৬.১
আংশিক কাজ হয়েছে	২১.৫	১৯.৩
কোনো কাজ হয় নি	৪.৫	৪.৬

প্রতিবেদনে ‘কাজের মান সন্তোষজনক’ উল্লেখ করা হলেও বাস্তবে কাজের মান (স্কিমের শতকরা হার)

স্কিমের কাজের মান	কাজ সম্পন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ ‘কাজের মান সন্তোষজনক’	জামানত প্রাপ্তির অনুমোদন প্রতিবেদনে উল্লেখ ‘কাজের মান সন্তোষজনক’
ভাল	৪১.৮	৪১.৬
মোটামুটি	২৮.৬	২৭.৪
ভাল নয়	২৯.৬	৩১.০

জবাবদিহিতা: বাস্তবায়িত স্কিমের মান

পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বাস্তবায়িত স্কিমের কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রকৃত অবস্থা

স্কিমের প্রকৃত অবস্থা	স্কিমের শতকরা হার
সম্পূর্ণ কাজ হয়েছে	৭৭.৮
আংশিক কাজ হয়েছে	১৭.৮
স্কিমের কোনো কাজ হয় নি	৪.৪

কাজ বাস্তবায়নের অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি এমন স্কিমের মধ্যে রাস্তার স্কিম ১৮টি, ব্রিজ/কালভার্ট স্কিম ১টি এবং রাস্তা ও কালভার্ট/ড্রেন স্কিম ৭টি

পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী স্কিমের কাজের মান

স্কিমের কাজের মান	স্কিমের শতকরা হার
ভাল	৩৭.০
মোটামুটি	৩০.০
ভাল নয়	৩৩.০

জবাবদিহিতা: বাস্তবায়িত স্কিমের মান ...

- সার্বিকভাবে ১৪.৫ শতাংশ স্কিম সংস্কার করা হয়েছে (আইআরআইডিপি ১ - এর ১৮.৩ শতাংশ এবং আইআরআইডিপি ২ - এর ৩.৭ শতাংশ)

সংস্কার হয় নি এমন স্কিমের প্রকৃত অবস্থা

পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী স্কিমের প্রকৃত অবস্থা	স্কিমের শতকরা হার
ভাল	৪৪.৬
মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য	১৩.২
সংস্কার প্রয়োজন	৪২.২

- আইআরআইডিপি ২ - এর স্কিমগুলো অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (১৭.৪%) স্কিমের সংস্কার প্রয়োজন
- অপেক্ষাকৃত নতুন স্কিমগুলোর এই অবস্থার কারণ -

✓ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাবে তদারকি ব্যবস্থার কার্যকরতা ব্যাহত

✓মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করার প্রবণতা অব্যাহত

✓এলাকার ও স্কিমের অবস্থান বিবেচনায় না নিয়ে রাস্তার নকশা করার চর্চা, পাইলিং এর জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না রাখা

✓রাস্তায় নিয়ম-বহির্ভূতভাবে থ্রি-হুইলারসহ ভারি মালবাহী ট্রাক চলাচল; প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও রাজনৈতিক প্রভাবের চাপে স্থায়ীভাবে সেই নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখতে না পারা

জবাবদিহিতা: তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অকার্যকরতার কারণ

রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা:

- ✓ ঠিকাদার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি নিজে বা দলীয় কর্মী/ পরিচিত/ আত্মীয় হলে কাজ চলাকালীন কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক তদারকির ঘাটতি
- ✓ ঠিকাদারের থেকে কমিশন/ লভ্যাংশ প্রাপ্তি এবং দলীয় নেতা-কর্মী/ আত্মীয়-পরিচিত যারা ঠিকাদার তাদের মাধ্যমে নির্বাচন ও ক্ষমতায় থাকাকালীন এলাকার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা; পারস্পরিক সুবিধা সম্পর্কের কারণে সংসদ সদস্য কর্তৃক তদারকির ঘাটতি

অংশীজনদের পারস্পরিক সমঝোতা:

- ✓ নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের (বিভিন্ন ধাপে নির্দিষ্ট হারে কমিশন, রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের চাঁদাবাজি) বিনিময়ে কাজের অনুমোদন প্রাপ্তি ও বাস্তবায়ন - ঠিকাদার, বাস্তবায়নকারী, তদারকি কর্তৃপক্ষ ও জনপ্রতিনিধির যোগসাজশ (অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্ক)

"একটি উন্নয়ন অবকাঠামো বাস্তবায়নের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমপি, এলজিইডি প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক, টেন্ডার সম্পর্কিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ঠিকাদার নিজে - সকলেই তাদের ভাগ সুনিশ্চিত করেই বাস্তবায়ন করে। সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে প্রায় সকলেরই এ ব্যাপার জানা আছে। কিন্তু এসব লিখতে সাংবাদিকদের হাত-পা বাঁধা। এখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।" - *মুখ্য তথ্যদাতা*

জবাবদিহিতা: তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অকার্যকরতার কারণ

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সদিচ্ছার ঘাটতি:

- ✓ ওয়ার্ক অর্ডার বইয়ে লিখিত পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়নে ঠিকাদারদের এবং উক্ত নথি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তদারকি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আগ্রহের ঘাটতি
- ✓ একটি উপজেলায় চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের সব স্কিমের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তদারকির ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার ঘাটতি
- ✓ দুর্গম এলাকা, বিশেষকরে পার্বত্য ও চর এলাকায় নিয়মিত তদারকি করতে যাওয়ার ক্ষেত্রে যানবাহন সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকার অভিযোগ
- ✓ রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত বলে এই প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে আইএমইডি'র (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ) পক্ষ থেকে উদ্যোগের ঘাটতি

জবাবদিহিতা: অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি

স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজের মান সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন

অভিযোগ উত্থাপন	স্কিমের শতকরা হার
অভিযোগ ছিল, জানানো হয়েছে	১৮.৮
অভিযোগ ছিল, জানানো হয় নি	৭৭.৬
অভিযোগ ছিল না	৩.৫

অভিযোগ না জানানোর কারণ:

- অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া
- প্রতিবাদ বা সরাসরি অভিযোগ করলে হুমকি ও হয়রানির সম্মুখীন হওয়া
- ঠিকাদার সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের আত্মীয়/পরিচিত/দলীয় কর্মী হলে ভয়ে কোনো অভিযোগ করতে আগ্রহী না হওয়া

কাজ চলাকালীন কাজের মান সম্পর্কে অভিযোগের ভিত্তিতে দৃশ্যমান পরিবর্তন

কাজের মানের পরিবর্তন	স্কিমের শতকরা হার
কাজের মানের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে	২৩.৯
কাজের মানের ইতিবাচক পরিবর্তন হয় নি	৭৬.১

জবাবদিহিতা: অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি ...

স্কিম বাস্তবায়নকালীন কাজের মান সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণকারীর ধরন (স্কিমের শতকরা হার) *একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

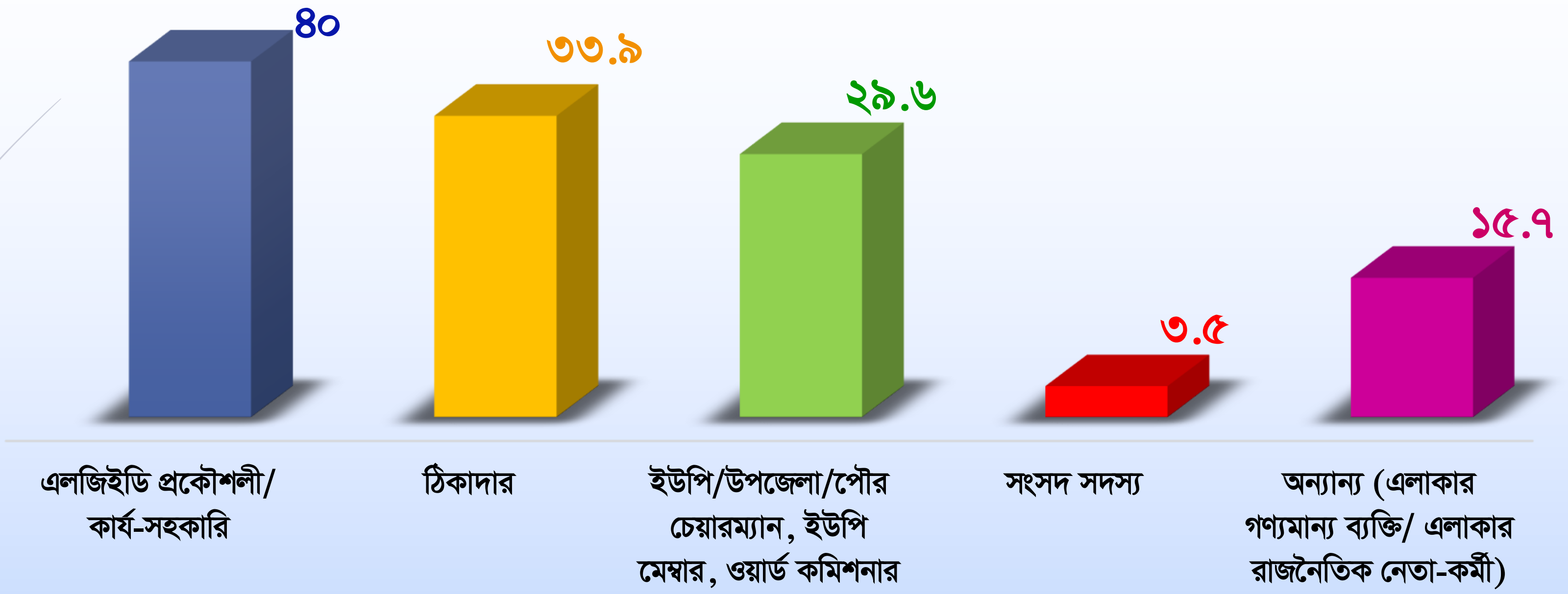

অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির কার্যকরতার ঘাটতির কারণ -

- ✓ অভিযোগ অনেক ক্ষেত্রে তদারকি প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি বা রাজনৈতিক প্রভাবশালী কর্তৃক আমলে না নেওয়া
- ✓ ঠিকাদারের সাথে এলজিইডি, জনপ্রতিনিধি এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের মধ্যে আর্থিক যোগসূত্র, প্রতি স্কিমে নির্দিষ্ট হারে কমিশন; ফলে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ সম্পন্ন করলেও ঠিকাদার জবাবদিহির বাইরে থাকে

"এলাকায় উন্নয়ন কাজ হচ্ছে, কারা করছে তা সকলেই জানে। কমিশন দিয়ে কাজ করে। কেউ অভিযোগ দিয়ে কোন লাভ হবে না, তাই কেউ কথাও বলে না।"

- মুখ্য তথ্যদাতা

অংশগ্রহণ

- নমুনায়িত ৫০টি নির্বাচনী আসনে সার্বিকভাবে ৩৪ শতাংশ স্কিমের ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর সাথে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা/মতামত নেওয়া হয়েছে
  - ৫০টির মধ্যে ২৯টি নির্বাচনী আসনের মোট স্কিমের ২৮.৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য এলাকা পরিদর্শনের সময়ে সরাসরি এলাকাবাসীর চাহিদা/ মতামত নিয়েছেন
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে এলাকার সাধারণ জনগণের তুলনামূলক কম প্রতিনিধিত্ব এবং কমিটিতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চা কারণে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণসহ তাদের মতামত দেওয়ার সুযোগের ঘাটতি
- প্রত্যক্ষ উপকারভোগীদের মতে, সার্বিকভাবে এলাকার জন্য স্কিমসমূহ উপযোগী বিবেচিত হয়েছে; তবে এলাকার প্রভাবশালী/ দলীয় ব্যক্তিদের বিশেষ অনুরোধ, সংসদ সদস্য বা তাদের আত্মীয়দের বাড়ি সংলগ্ন উপজেলা/ ইউনিয়নের গুরুত্ব বিবেচনা ইত্যাদি কারণে ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও স্কিমের তালিকাভুক্তি হয়েছে
- পরিকল্পনার পূর্বে জনগণের চাহিদা/ মতামতের ভিত্তিতে উপযোগিতা যাচাই না করার ফলাফল - কাঁচাবাজার সংলগ্ন, জলাবদ্ধ বা বন্যাপ্রবণ এলাকায় রাস্তা কংক্রিট ঢালাই না করা, সংযোগ সড়কহীন সেতু, পার্বত্য এলাকাসহ নদীভাঙ্গনপ্রবণ অঞ্চলেও একই বরাদ্দ

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ: দুর্নীতির মাত্রা

কমিশন আদায়ের পর্যায়/ ব্যক্তি	নিয়ম-বহির্ভূত কমিশনের শতকরা হার (স্কিম প্রতি প্রকৃত বরাদ্দের ভিত্তিতে)	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা) - ধরনভেদে
দরপত্র পাওয়ার পর কার্যাদেশ প্রদানকারী (ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু) কমিটি	১%	-
ছয় ধাপে পণ্য টেস্ট (যাচাই)	-	৬-৮ হাজার x ৬ ধাপ = ৩৬ - ৪৮ হাজার (স্কিম প্রতি টেস্টের ফি ছাড়া)
উপজেলা এলজিইডি কার্যালয়ের পিয়ন	-	৫০০ - ১০০০ টাকা (স্কিম প্রতি)
মাঠ কার্য সহকারি (তদারকি)	১% - ২%	-
উপজেলা এলজিইডি'র উপ-সহকারি প্রকৌশলী	১%	-
উপজেলা এলজিইডি'র সহকারি প্রকৌশলী	১% -২%	-
জেলা এলজিইডি কার্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগ	২% - ২.৫%	-
নির্বাহী প্রকৌশলী	০.২৫%	-
ট্রেজারি (বিল ছাড় করাতে)	০.৫% - ২%	-
হিসাবরক্ষক (জামানতের টাকা উত্তোলন)	১%	-
ট্রেজারির পিয়ন	-	২০০ - ৫০০ টাকা (স্কিম প্রতি)

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ: দুর্নীতির মাত্রা ...

কমিশন আদায়ের পর্যায়/ ব্যক্তি	নিয়ম-বহির্ভূত কমিশনের শতকরা হার (স্কিম প্রতি প্রকৃত বরাদ্দের ভিত্তিতে)	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ - ধরনভেদে (টাকা)
প্রকল্প পরিচালক	০.৫% - ১%	
এলাকার রাজনৈতিক প্রভাবশালী কর্মীবাহিনী/ চাঁদাবাজ	-	৫-১০ হাজার টাকা (স্কিম প্রতি)
এলজিইডি'র নিরীক্ষার সময়	-	২-৫ লাখ টাকা (ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকাদার থেকে বার্ষিক এককালীন)
মোট* (নিরীক্ষার সময় কমিশনের হার ছাড়া)	৮.২৫% - ১২.৭৫ % (স্কিম প্রতি)	৪১,৭০০ - ৫৯,৫০০ টাকা (স্কিম প্রতি)

সূত্র: স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার, সংবাদকর্মী ও অন্যান্য অংশীজনদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত কমিশনের হার ও অর্থের পরিমাণের তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত।

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ: দুর্নীতির মাত্রা ...

- স্কিমের কার্যাদেশ পাওয়া থেকে শুরু করে চূড়ান্ত বিল ও জামানতের টাকা উত্তোলন পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন অংশীজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে (কখনো কখনো এককালীন) নিয়ম-বহির্ভূত কমিশন আদায়

মোট ৬২৮টি স্কিমের প্রকৃত বিলের পরিমাণের প্রেক্ষিতে আর্থিক দুর্নীতির প্রাক্কলিত মূল্য* (টাকা)

(নিরীক্ষাকালীন কমিশনের হার ছাড়া)

মাত্রা	স্কিম প্রতি প্রাক্কলন	মোট প্রাক্কলন
সর্বনিম্ন	৪,৩৩,২৩৭	২৭,২০,৭৩,০৮০
সর্বোচ্চ	৬,৬৪,৬০৩	৪১,৭৩,৭০,৮৩৩

* কমিশনের শতকরা হার এবং ধরনভেদে অর্থের পরিমাণ উভয় তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিকভাবে আর্থিক দুর্নীতির মূল্য প্রাক্কলন করা হয়েছে

- ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হলেও তদারকি প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার, সংসদ সদস্য ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অনিয়ম বিদ্যমান
- আইনি প্রতিবন্ধকতা, মিথ্যা মামলার ভয় ও হয়রানির আশংকায় অনিয়মের তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ ও আগ্রহের ঘাটতি; প্রতিবাদ এবং অভিযোগ না করার প্রবণতা

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ: অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন

রাজনৈতিক প্রভাব

- কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের সুপারিশে এলজিইডি'র মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে পছন্দের ঠিকাদারদের দরপত্র বাছাই; সঠিক নিয়মে কাজপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে 'বিড মানি' দিয়ে পছন্দের ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে কাজ প্রদান; ঠিকাদারের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির মাধ্যমে/দলের তহবিলে গ্রহণ

- ঠিকাদারি ব্যবসার সাথে জড়িত সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার জনপ্রতিনিধিদের একাংশ কর্তৃক এলাকার উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ ও চাঁদাবাজি; ক্ষমতাসীন দলের প্রতিনিধিদের সাথে অর্থ দিয়ে সমঝোতা করতে ঠিকাদার বাধ্য হয়

"কিছু ক্ষেত্রে দরপত্র যেই পাক না কেন এমপি'র সুপারিশে কাজ অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে করাতে আমরা বাধ্য হই।"

\- *মুখ্য তথ্যদাতা*

"এলজিইডি থেকে টেন্ডার দিলে যে ঠিকাদারই কাজ পাক তাকে প্রথমে অফিস থেকে সাবধান করা হয় যে, 'দেখ, এলাকার ছেলেরা তোমাকে কাজ করতে দিবে না, তুমি কাজটা ওমুকের কাছে **Handover** করে তোমার হিসাব বুঝে নিয়ে যাও'।"

\- *মুখ্য তথ্যদাতা*

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ: অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ...

রাজনৈতিক প্রভাব ...

- রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোতে থাকার কারণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি (ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বার, পৌর মেয়র/ কাউন্সিলার/ কমিশনার) ঠিকাদার হিসেবে কাজ করার সময় তাদের একাংশের মধ্যে মানসম্মত কাজ না করার প্রবণতা
- রাস্তা তৈরির সামগ্রী (ইট, রড, বালি, সিমেন্ট) ব্যবসার সাথে জড়িত স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের একাংশ থেকে নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়ে ঠিকাদারদের বাধ্য করা; ফলে নিম্নমানের ও পরিমাণে কম উপকরণ নিয়ে বাধ্য হয়ে সমঝোতা
- সম্পূর্ণ ও মানসম্মত কাজ না করে বিল উত্তোলনের জন্য রাজনৈতিক প্রভাবশালী, জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে ঠিকাদারের তদবির; বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ সম্পন্ন হওয়ার অনুমোদনসহ বিলের অর্থ ছাড় করাতে বাধ্য করা

“আমরা ‘.. ..’ ভাইয়ের লোক হওয়ায় নির্বাহী প্রকৌশলীও আমাদের সমীহ করে চলে। তাই আমাদের বিলের ফাইল তিনি দিতে দেরি করেন না। আমি এখানে ইট দিয়ে পানি মিশিয়ে কাজ করছি। এর ফলে পাথর এবং পিচ কম লাগবে। কারণ ইট দিয়ে পানি দিলে বেডটা সমান হয়, কার্পেটিং করতে সুবিধা হয় এবং খরচ কম হয়। আমার ফিল্ড ইঞ্জিনয়ার ‘....’ ভাই বলছে আপনি নিচে যাই দেন না কেন, কার্পেটিং ভাল হতে হবে।”

- মুখ্য তথ্যদাতা

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ: অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ...

- **প্রভাবশালী সিন্ডিকেট:**
  - ✓ কিছু ক্ষেত্রে কয়েকজন ঠিকাদার একত্র হয়ে একই মূল্যের দরপত্র দাখিল; পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে প্রাপ্ত কাজ বন্টন
  - ✓ অনেক ক্ষেত্রে ৫-১০% লভ্যাংশের ভিত্তিতে এলাকার প্রভাবশালী ঠিকাদারদের কাছে প্রাপ্ত কাজ বিক্রি; কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেও এই সমঝোতার অভিযোগ
- **অন্যের লাইসেন্স ব্যবহার:** কাজ পাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে নতুন এবং কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদার তুলনামূলক বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঠিকাদারদের লাইসেন্স ব্যবহার করে দরপত্র জমা দেয়
- **ট্যাক্স ফাঁকি:** পার্বত্য এলাকায় আদিবাসী ঠিকাদারদের ভ্যাট দিতে হয় না, ফলে ঐ এলাকার বাঙালি ঠিকাদারদের মধ্যে ভ্যাট ফাঁকি দেওয়ার জন্য আদিবাসী ঠিকাদারদের লাইসেন্স ব্যবহার করে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার প্রবণতা
- **মানসম্মত সামগ্রী ব্যবহার না করা:** লাভ বেশি করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার না করা (ইট ও বালুর মান খারাপ দেওয়া, মানসম্মত রড ব্যবহার না করা, বিটুমিনের সাথে পোড়া মবিল মিশিয়ে ঢালাই দেওয়া, ব্রিজে কংক্রিটের ঢালাইয়ের পরিবর্তে ইটের গাঁথুনি দিয়ে পিলার করা), এবং পরিমাণের থেকে কম সামগ্রী ব্যবহার (রাস্তায় পিচের লেয়ারের পরিমাণ কম দেওয়া, পরিমাণে কম রডের ব্যবহার করা)
- **চাঁদাবাজি:** পার্বত্য এলাকায় বিশেষ আঞ্চলিক সিন্ডিকেট কর্তৃক চাঁদাবাজি

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সংসদ সদস্যের ভূমিকা

স্কিমের তালিকা প্রণয়নঃ

- ✓ স্কিমের তালিকা তৈরিতে জনগণের কাছ থেকে সরাসরি মতামত না নিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতা-কর্মীদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়
- ✓ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে জনগণের অংশগ্রহণসহ তাদের মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি

দরপত্র প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ততাঃ

- ✓ সংসদ সদস্যের একাংশ বিভিন্ন স্কিমের কাজ পরিবারের সদস্য, আত্মীয় ও দলের কর্মী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বণ্টন করেন
- ✓ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৮৬% আসনে সরাসরি দলীয় তহবিলে এককালীন অথবা সংসদ সদস্যের একাংশ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে সহকারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে (১%-২%) ঠিকাদারের কাছ থেকে কমিশন আদায়ের অভিযোগ

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সংসদ সদস্যের ভূমিকা ...

নির্দিষ্ট হারে (প্রতি স্কিমে ১%-২%) কমিশনের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যের একাংশ কর্তৃক (ব্যক্তিগত সহকারীর মাধ্যমে) আর্থিক দুর্নীতির প্রাক্কলিত মূল্য (টাকায়)

মাত্রা	স্কিমপ্রতি প্রাক্কলন (প্রকৃত বিলের গড় পরিমাণের ভিত্তিতে)	আইআরআইডিপি ১ প্রকল্পে আসনপ্রতি প্রাক্কলন (১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ভিত্তিতে)	আইআরআইডিপি ২ প্রকল্পে আসনপ্রতি প্রাক্কলন (২০ কোটি টাকা বরাদ্দের ভিত্তিতে)
সর্বনিম্ন	৪৭,৪৫৯	১৫,০০,০০০	২০,০০,০০০
সর্বোচ্চ	৯৪,৯১৮	৩০,০০,০০০	৪০,০০,০০০

সূত্র: স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার, সংবাদকর্মী ও অন্যান্য অংশীজনদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত কমিশনের হারের তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত

উল্লেখ্য, এলাকা এবং ঠিকাদারের সাথে ক্ষমতাসীন দলের সম্পর্ক ভেদে সরাসরি দলীয় তহবিলে (এককালীন) অনুদানের পরিমাণের ভিন্নতা রয়েছে যার সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে সংসদ সদস্যের ভূমিকা ...

স্কিম বাস্তবায়নকালীন তদারকি:

- ✓ কাজ চলাকালীন নমুনা স্কিমসমূহে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সংসদ সদস্যের সরাসরি তদারকি দেখা যায় নি
- ✓ সংশ্লিষ্টদের সাথে সরাসরি কথা বলে বা ফোন করে স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানা, অভিযোগ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ ও কাজের মান ভাল করার নির্দেশনা দেন
- ✓ কোথাও কোথাও দলীয় নেতা-কর্মী/সদস্যের আত্মীয়-পরিচিত ঠিকাদার হিসেবে কাজ করলে কাজের মান বা অগ্রগতি নিয়ে অভিযোগ এলেও সংসদ সদস্য তাদের জবাবদিহি করেন না

বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যের সম্পৃক্ততা:

- ✓ স্কিম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো আসনে নির্বাচিত প্রধান বিরোধী বা অন্য বিরোধী দলের সংসদ সদস্য সম্পৃক্ত হতে গেলে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়; এক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় বা ক্ষমতাসীন দলের কাছে তিনি কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিবেচিত হয়
- ✓ ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব বিবেচনায় রেখে সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধী দলের সদস্য এলাকায় স্কিম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পান

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা

- বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে (প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৩টি) সংসদীয় আসনের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্য প্রতি থোক বরাদ্দ প্রকল্পের দৃষ্টান্ত রয়েছে
- আটটি দেশের (ভারত, ভুটান, কেনিয়া, ঘানা, উগান্ডা, জ্যামাইকা, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন আইল্যান্ড) প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ - আইনি/নীতি কাঠামো, বরাদ্দ হার/পরিমাণ, বরাদ্দের প্রক্রিয়া, পরিচালনা কাঠামো, তদারকি কাঠামো, তথ্যের উন্মুক্ততা ইত্যাদি নির্দেশকের আলোকে বিভিন্ন ধরনের চর্চা লক্ষণীয় এবং বিভিন্ন দেশে প্রকল্পের কাঠামোসহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখনো বিবর্তনশীল
- এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের পর্যবেক্ষণ রয়েছে
- অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্তের আলোকে বাংলাদেশে কিছু ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য দেখা যায় -
  - ✓ সংসদীয় আসন প্রতি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়
  - ✓ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের তহবিলে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সংসদ সদস্যদের সরাসরি এই অর্থ ব্যয় করার সুযোগ থাকে না
  - ✓ প্রকল্পের স্কিম বাস্তবায়ন ও মাঠ পর্যায়ে তদারকি করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ...

▪ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি চর্চায় অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত বিবেচনায় বাংলাদেশে এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতিগত ঘাটতি রয়েছে -

- ✓ সুনির্দিষ্ট আইনি/নীতি কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক নীতিমালা ও নির্দেশনা নেই
- ✓ কমিউনিটি স্তরে কোনো পরিচালনা/পরিবীক্ষণ কমিটি এবং নীতি কাঠামো পর্যবেক্ষণ ও সার্বিক মূল্যায়ন নিরীক্ষণের জন্য পৃথক কোনো সংসদীয় কমিটি নেই
- ✓ জনগণের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় না - এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পৃথক কোনো ওয়েবসাইট নেই বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইটেও বিস্তারিত তথ্য উন্মুক্ত করা হয় না
- ✓ এই প্রকল্পের ওপর আইএমইডি কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের ঘাটতি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ...

- এই প্রকল্প সংসদ সদস্যের একাংশের জন্য স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা, নির্বাচনে ভোট নিশ্চিত করার চেষ্টা ও অনৈতিকভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে
- কার্যকর তদারকি, প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন, এবং সংসদ সদস্যের সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধির অনুপস্থিতি অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে আরও উৎসাহিত করছে
- সংশ্লিষ্ট আসনের সংসদ সদস্য কাজের অগ্রগতি তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য উদ্যোগ নিলেও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য তাদের একাংশের বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দান - স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ
- প্রকল্পের কয়েকটি লক্ষ্য থাকলেও কেবল অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত হয়েছে
- সুনির্দিষ্ট নীতিকাঠামো/ কৌশলের ঘাটতি; আসনভিত্তিক স্কিম সম্পর্কিত তথ্যসহ প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করার ঘাটতি
- স্কিম তালিকাভুক্তিসহ এলাকাভেদে স্কিমের উপযোগিতা যাচাইয়ে সাধারণ জনগণের সরাসরি মতামত দেওয়ার সুযোগের ঘাটতি
- সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্কের কারণে স্কিমের কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয় - রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়

সুপারিশ

১. ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত সংসদীয় আসনে থোক বরাদ্দের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর পৃথকভাবে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করতে হবে। প্রকল্পগুলোর দুর্বলতা চিহ্নিত করতে হবে, কার্যকরতা বৃদ্ধির সুযোগগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করতে হবে, এবং এই তথ্য পরবর্তী প্রকল্প পরিকল্পনায় ব্যবহার করতে হবে

২. এ প্রকল্পের আইনি কাঠামো বা নীতিমালা সুনির্দিষ্ট করতে হবে, যেখানে স্কিম নির্বাচন প্রক্রিয়া, ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপযোগিতা অনুযায়ী স্কিমের নকশাসহ এলাকা ও চাহিদা ভেদে বরাদ্দ বণ্টনের পূর্বশর্ত, এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নির্দেশনা থাকবে

৩. প্রকল্পের অধীনে স্কিম পরিকল্পনা ও তালিকাভুক্ত করার আগে সংশ্লিষ্ট আসনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপযোগিতা অনুযায়ী তার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস করতে হবে

৫. স্কিম এলাকায় কাজ চলাকালীন তথ্যবোর্ড স্থাপন করতে হবে যেখানে স্কিমের বিবরণ, বাজেট, সময়সীমা, প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের নাম ও যোগাযোগের নম্বর ইত্যাদি থাকতে হবে

সুপারিশ ...

৬. এই প্রকল্পের সব ধরনের তথ্য (নীতিমালা, আসনভিত্তিক স্কিমের তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদন, বাজেট, স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ) একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে

৭. কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানসহ বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্কিম পরিকল্পনা করতে হবে ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে

৮. জনপ্রতিনিধিদের রাজনৈতিক শুদ্ধাচার চর্চার পাশাপাশি দুর্নীতির প্রবণতা ও সুযোগ হ্রাস করার জন্য কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা (জনপ্রতিনিধিদের আচরণ বিধি, তাদের কর্মকাণ্ডসহ আর্থিক হিসাবের বিবরণ উন্মুক্তকরণ, তাদের সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য এলাকাভিত্তিক গণশুনানি ইত্যাদি) প্রবর্তন করতে হবে

৯. স্কিম বাস্তবায়নকালীন স্থানীয় উপকারভোগীদের সমন্বয়ে ধারাবাহিকভাবে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা (কমিউনিটি মনিটরিং) প্রবর্তন করা যেতে পারে

ধন্যবাদ